আইনি লড়াই
আইসিসি বনাম তারকা

গ্লোবাল ক্রিকেট কমিউনিকেশন্স এবং আইসিসি'র নয়া চুক্তি তারকা খেলোয়াড়দের সমস্যায় ফেলেছে। আইসিসি এবং খেলোয়াড়দের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। ছাড় দিতে রাজি নয় কোনো পক্ষ।...

লিখেছেন **নাসিম আহমেদ**

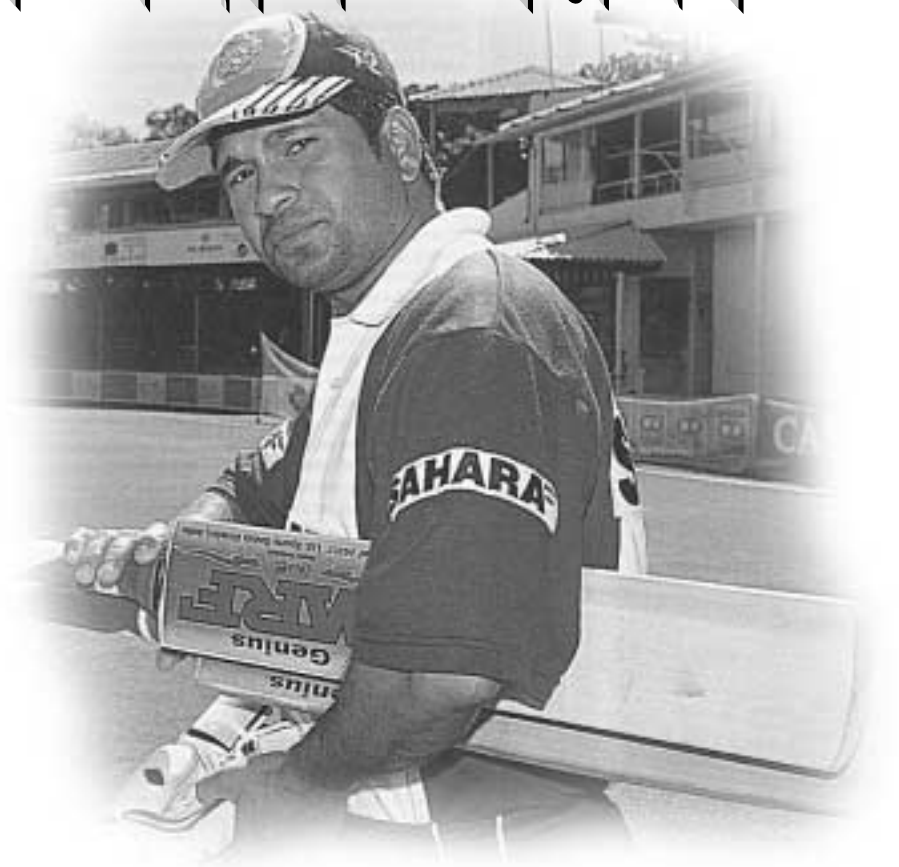

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের চলতে হলে তহবিলের প্রয়োজন। তহবিল সংগ্রহ সহজ নয়। বিশেষ করে বিনোদন কিংবা স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের জন্য। সিনেমা, ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে খুব দ্রুত অর্থের লেনদেন হয় বলে এদের জন্য সাময়িক বা স্বল্পমেয়াদি অর্থ সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান কর্মসূচি বা অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে তাদের জন্য বার বার তহবিল সংগ্রহ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। বিশ্ব ফুটবল সংস্থার (ফিফা) অবস্থা দেখুন। ভালো স্পন্সর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের টাকা ধার করতে হয়েছিলো। তাও আবার টুর্নামেন্টে সব খেলায় টিকিট বিক্রির আয়ের ওপর সেই ধার নিয়েছিলো তারা। বিশ্বের জনপ্রিয় খেলা ফুটবলের এই নাজুক অবস্থায় পড়ার সম্ভাবনা ছিলো আইসিসি'র (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল)। এজন্যই তারা দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে। জিসিসি'র সঙ্গে ৫৫ মিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে সই করতে দ্বিধা করেনি তারা। চুক্তির মেয়াদ ২০০৭ পর্যন্ত। এই চুক্তির ফলে আগামী কয়েক বছরে অর্থের সমস্যায় পড়বে না আইসিসি। তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি আম্পায়ার প্রশিক্ষণ ও বাছাই, বেটিং ও ম্যাচ ফিক্সিং বোর্ড, ম্যাচ রেফারিং ও রিভিউ প্যানেল ইত্যাদির ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে। প্রাপ্ত তহবিলের অংশবিশেষ যাচ্ছে বিভিন্ন বোর্ডে। আইসিসি বোর্ডের চুক্তি অনুযায়ী ক্রিকেট বোর্ডগুলো প্রতি বছর বেশ কিছু অর্থ পাবে। বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ভারতীয় বোর্ড পাচ্ছে ৮৮ লাখ ৫০ হাজার ডলার। শুধু অর্থের ছড়াছড়ি নয়, খেলার মানের জন্যও

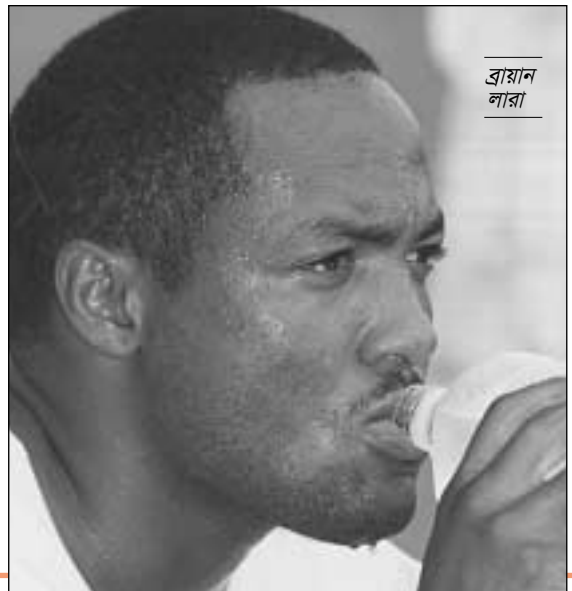

ব্রায়ান লারা

নতুন চুক্তিটি ভালো। কেননা নতুন চুক্তি অনুযায়ী আইসিসি আয়োজিত যে কোনো টুর্নামেন্টে বোর্ডগুলো বা সদস্য দেশগুলো তাদের সেরা একাদশ পাঠাতে বাধ্য। সেরা একাদশ মানেই তারকার ছড়াছড়ি। আর তারকা উপস্থিতি মানে ভালো খেলা, দর্শক উপস্থিতি এবং উন্মাদনার নিশ্চয়তা। আইসিসি এই শর্তে রাজি হয়েছিলো প্রধানত খেলোয়াড়দের ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট থেকে অব্যাহতি নেয়া বন্ধ করার জন্য।

জিসিসি'র সঙ্গে চুক্তির এই পর্যন্ত সব ভালোই ছিলো। সমস্যা হয়েছে অন্য শর্তে। চুক্তিতে বলা আছে অংশ নেয়া প্রত্যেক খেলোয়াড়কে টুর্নামেন্ট

ওয়াসিম আকরাম

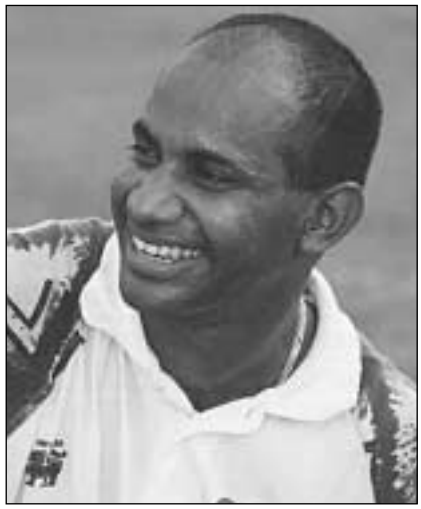

জয়সুরিয়া

শেনওয়ার্ন

চলাকালীন তো বটেই, আগের এবং পরের মাসেও জিসিসি'র লোগো ব্যবহার করতে হবে। এই সময়ে অন্য কোনো স্পন্সরের লোগো ব্যবহার করা যাবে না। বর্তমান সময়ে ক্রিকেটাররা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাদের পারফরম্যান্স, জার্সি এবং ব্যাটে লোগো ব্যবহার করার জন্য তারা পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা পান। শচীন, সৌরভ, দ্রাবিড়, লারা, আকরাম, ক্লুজনার, জয়সুরিয়া, গিলক্রিস্ট, ওয়ার্ন, ম্যাকগ্রা প্রত্যেকে পুরো বছরে বেশ ভালো আয় করেন। কিন্তু, নতুন এই চুক্তির জন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। এমনকি স্পন্সর করা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক ক্ষতির মামলা করতে পারে। শচীন তেন্ডুলকারের অবস্থা দেখুন। তিনি স্যামসাং এবং ফিয়াট কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। এদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হলো এলজি এবং টয়োটা। যারা জিসিসি'র অন্যতম অংশীদার। নতুন চুক্তি হলে শচীনকে এদের লোগো পরতে হবে। যা তার ব্যক্তিগত চুক্তির জন্য অনৈতিক। শুধু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নয়, বিশ্বকাপেও অবস্থা হবে একই। যেহেতু বিশ্বকাপই হলো সবচেয়ে বড় বাজার তাই আর্থিক ক্ষতি হতে পারে স্যামসাং এবং ফিয়াটের। এ জন্য মামলা করতে পারে প্রতিষ্ঠান দুটো। অবশ্য বোর্ড নিশ্চয়তা দিচ্ছে ক্ষতিপূরণ তারা দেবে। তবে নীতির প্রশ্ন তুলে খেলোয়াড়রা চুক্তিতে সই করছে না। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক ক্ষতির কথাও বলছেন। অসি ক্রিকেটাররা এজন্য চুক্তিতে সই করতে প্রথমে রাজি হননি। কিন্তু টুর্নামেন্টে পূর্ণ শক্তির অসি দল অংশ নেবে। কারণ, অসি ক্রিকেটাররা বোর্ডের বেতনভুক্ত। আর বোর্ড আইসিসি'র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাই বোর্ডের কর্মচারী হিসেবে খেলোয়াড়রা খেলতে বাধ্য। অন্যথায় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। খেলোয়াড়রা হারাবেন তাদের বাৎসরিক ভাতা। আইসিসি'র এই টুর্নামেন্টে না খেললে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। আইসিসি চাইলে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করতে পারে খেলোয়াড়দের। এই ব্যবস্থা নিতে তারা সুপারিশ করতে পারে বোর্ডকেও। ক্যারি প্যাকার সিরিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সফরের জন্য নামী-দামী খেলোয়াড়রা এমন শাস্তির মুখোমুখি হয়েছিলো। অবস্থা বেগতিক দেখলে এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে আইসিসি। কারণ, তাদের পিছিয়ে যাবার উপায় নেই।

সৌরভ গাঙ্গুলী

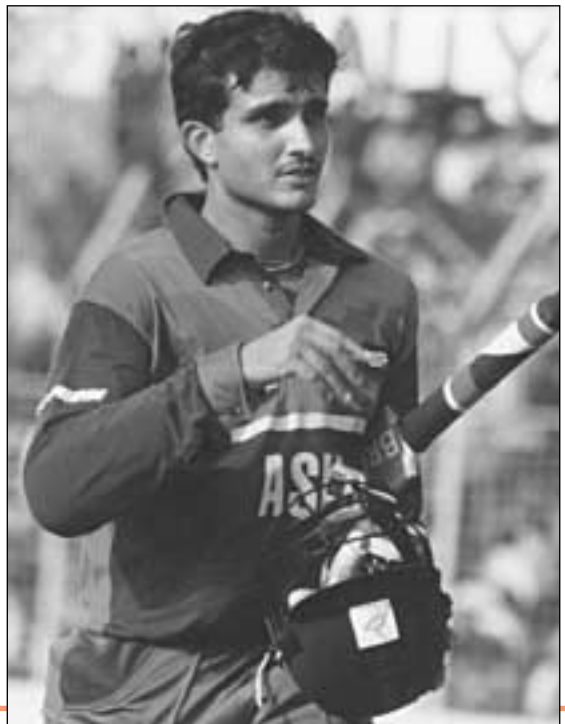

গ্লোবাল ক্রিকেট কমিউনিকেশন্স (জিসিসি)-এর সঙ্গে তাদের চুক্তি এবার হলেও গত বিশ্বকাপে এমন চুক্তি তারা করেছিলো। তখন এটা নিয়ে খেলোয়াড়রা কোনো কথা বলেননি। এমনকি এবার যখন চুক্তির খসড়া পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন বোর্ডে তখনও এটা নিয়ে কোনো কথা হয়নি। খেলোয়াড়রা তো নয়ই এমনকি তাদের প্রতিনিধি বা খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির কেউই চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। তাই ব্যাপারটি খেলোয়াড়দের দৃষ্টি থেকে অনৈতিক হলেও তাদের সম্ভবত চুক্তিতে সই করতে হবে। জিসিসি টুর্নামেন্টের পরও সব স্টারদের ছবি ব্যবহার করতে পারবে। যেমন টুর্নামেন্ট চলাকালীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখাতে পারবে তাদের চুক্তিভূত খেলোয়াড়দের বিজ্ঞাপন। এই জটিল পরিস্থিতির অবসান ঘটানো সম্ভব একমাত্র জিসিসি-আইসিসি-এর আলোচনার মাধ্যমে। তবে জিসিসি কতোটা ছাড় দেবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অলিম্পিক, কমনওয়েলথ্, বিশ্বকাপে এর আগেও এমন হয়েছে। ১৯৯৬ সালে পেপসি কোকের যুদ্ধ নিশ্চয়ই মনে আছে অনেকের। ক্রিকেট যখন পণ্য। তখন ব্যবসায়িক দিকটিই আসে প্রথমে। সফল ব্যবসা বলেই আজ ক্রিকেটাররা পেশাদার। তারা বেতন পান, পৃষ্ঠপোষকতা পান। তারাই হন বিজ্ঞাপনের মডেল। তাদের বিক্রি করে আয়োজকরা তহবিল গঠন করেন। আইসিসি খরচ চালায়। খেলোয়াড়-আইসিসি দু'পক্ষই হয় লাভবান। কিন্তু, দু'পক্ষের স্বার্থে ছাড় দেবে কে? নীতিগতভাবে আইসিসি'র দেয়া উচিত। যদিও আইনিভাবে তারা দোষী নয়। তবে তারা ছাড় দেবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।